জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ০২২২৪৪৯১০৪৫-৫১
ফ্যাক্স:০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
নবনিযুক্ত উপাচার্য পদে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের যোগদান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করে। যোগদান অনুষ্ঠান পরিচালন করেন রেজিস্ট্রার (রুটিন দায়িত্ব) ড. এ বি এম আজিজুর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সকাল দশটায় উপাচার্য হিসেবে যোগদান পরবর্তী এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান তাঁকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল জয়ী বিশ্বখ্যাত ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে উপাচার্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ ছাত্র-জনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে। তাঁরা আমাদের মাঝে পুর্নবার স্বাধীনতা, মুক্তি এবং প্রাণখুলে শান্তি-স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী পেশাজীবীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক এবং খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষজনও আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে উপাচার্য তাঁদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ জনতা শহিদ হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট সরকার বিগত প্রায় সাড়ে ১৫ বছর আমাদের সেই মুক্তি ও স্বাধীনতার অহংবোধটি কেড়ে নিয়েছিলো। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই অহংবোধ ফিরে এসেছে বলে উপাচার্য মন্তব্য করেন।

উপাচার্য বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও মদদদাতাদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিতপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হবে। উপাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় নির্বিঘ্ন রাখতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বিকল্প নেই। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, মাদক ও র‍্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মোতাহার হোসেন, শহীদ রফিক-জব্বার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শাহেদ রানা, রসায়ন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. এনামউল্যা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম, ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সোহেল রানা, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. নাহ্‌রিন ইসলাম খান, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ নজরুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. খোঃ লুৎফুল এলাহী, অধ্যাপক ড. আনিছা পারভীন, অধ্যাপক ড. সুলতানা আক্তার, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আয়শা সিদ্দিকা, আইন ও বিচার বিভাগের অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের মধ্য থেকে জাহিদুল ইসলাম, তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম, আহসান লাবিব, জিয়াউদ্দিন

আয়ান, শহীদ ও আহতদের পরিবারের মধ্য থেকে বক্তব্য দেন শহীদ শ্রাবন গাজীর পিতা মান্নান গাজী এবং শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়ামের পিতা মো. বুলবুল কবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যমের প্রতিনিধির মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি মোসাদ্দেকুর রহমান, দৈনিক বণিক বার্তার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মেহেদী মামুন, পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র রিফাত মাহমুদ, ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হামিদুল্লাহ সালমান, আলিফ মাহমুদ, অফিসার সমিতির সভাপতি আঃ রহমান, শারীরিক শিক্ষা অফিসের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বেগম নাছরীন, উপ-পরিচালক মো. আজমল আমীন, কর্মচারী সমিতির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আনোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভার পর উপাচার্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নব নির্মিত ছাত্র জনতা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনার এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের জীবনী

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রয়াত শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুছ সোবহান। মা প্রয়াত মাহফুজা বেগম। পিতার চাকুরির সুবাদে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শৈশব কাটান এবং সেখানে তিনি আবুয়াইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে এসএসসি এবং রামগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পাশ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬তম ব্যাচের মেধাবী শিক্ষার্থী মোহাম্মদ কামরুল আহসান দর্শন বিভাগ থেকে ১৯৮৯ সালে স্নাতক ও ১৯৯০ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ১৯৯৩ সালে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০০৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৩ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর এবং ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান টেলিভিশনের টকশো ব্যাক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় একশো। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর ৩২টি গবেষণা প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। এছাড়াও তাঁর একাধিক গ্রন্থে বুক চ্যাপ্টার রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক তাঁর তত্ত্বাবধানে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

কর্মজীবনে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সভাপতি, লিও ক্লাবের উপদেষ্টা, দর্শন বিভাগ থেকে প্রকাশিত কপুলা সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কর্ম দক্ষতা এবং সততার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য এবং ২০১৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং গবেষণা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য তিনি যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। একজন সমাজ-সচেতন, সজ্জন, জনপ্রিয় এবং দলমত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সমাদৃত।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিএইচডি
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)